আশুরা: আনন্দ না শোক দিবস?
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

2012 - 1434

عاشوراء: يوم الفرحة أم التعزية؟

« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة: د/ محمد منظور إلهي

1434 - 2012

IslamHouse.com

[illegible] : [illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [

ওয়াসাল্লাম এ দিবসে রোযা রোযা পালনের নির্দেশ দেন। (বুখারী: ৩৯৪৩; মুসলিম: ১১৩০)
দ্বিতীয় ঘটনা:
নবী দৌহিত্র হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহুর শাহাদাত বরণ:
ইরাকের কারবালা প্রান্তরে মর্মবিদারক এ ঘটনাটি ঘটেছিল ৬১ হিজরির পবিত্র জুমাবারে।[আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/৫৬৯] এটি ছিল উম্মতের ওপর নেমে আসা সবচে বড় বিপদগুলোর একটি। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘হুসাইনের রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু শাহাদতের ঘটনাটি মহা বিপদগুলোর একটি। কারণ, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু এবং তাঁর আগে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু-এর শহীদ হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়েই পরবর্তীতে উম্মতের ওপর নেমে এসেছে অনেক মহা দুর্যোগ। আর তাঁদের শহীদ করেছে আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দারা। [মাজমু‘ ফাতাওয়া ৩/৪১১]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিন রোযা রাখতে বলেছেন, মুসা আলাইহিস সালামের মুক্তি ও ফেরাউনের ভরাডুবির শুকরিয়া হিসেবে। এ রোযার সঙ্গে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহুর শাহাদতের কোনো সম্পর্ক নেই। এ দিবস সম্পর্কে শুদ্ধ-অশুদ্ধ অনেক হাদীস বর্ণনা করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর মাহাত্ম্য রোযা পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর আশুরার ব্যাপারে এটিই মধ্যমপন্থী এবং সঠিকতম দৃষ্টিভঙ্গি। [দেখুন, লাতায়েফে মাআরেফ: ১০২-১১৩]

4

আশুরার ব্যাপারে দুটি শ্রেণী বিভ্রান্তিতে রয়েছে:
প্রথম দল: নাসেবিয়া, এরা আশুরা দিবসে আনন্দ-উৎসব পালন করে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কিছু লোকও আছে, যারা এ ব্যাপারে ভুলের শিকার। তারা এ দিনে গোসল করা, মেহেদি ও সুরমা লাগানো ইত্যাদি আনন্দ প্রকাশক কাজ করে। এমন করার উদ্দেশ্য, যারা এ দিনটিকে শোক দিবস হিসেবে পালন করে তাদের বিরুদ্ধাচারণ করা। কিন্তু এটাতো ভ্রান্তির বদলে ভ্রান্তির চর্চা এবং বিদআতকে প্রতিরোধ করা বিদআতের মাধ্যমে। যেমনটি বলেছেন ইবনু তাইমিয়া রহ.। [মাজমু‘ ফাতাওয়া: ৪/৫১৩]
দ্বিতীয় দল: শিয়াদের কয়েকটি দল এ দিনকে শোক দিবস হিসেবে পালন করে। এদিন তারা গণ্ডাদেশ জখম করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলী সব কথাবার্তা বলে। এরা এমন অবস্থায়ও উপনীত হয় যে, নিজে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে। কেউ কেউ তরবারী দিয়ে মাথায় আঘাত করে রক্ত বয়ে দেয়। তাদের দাবী, এভাবে তারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহুকে হারানোর বেদনা প্রকাশ করে। এরা নিজেদের তাঁর একান্ত ভক্ত ও অনুসারী বলেও দাবী করে। মিডিয়াগুলোও এমনভাবে প্রচার করে যেন তারাই একমাত্র আহলে বাইত বা রাসূল-পরিবারের ভক্ত। যারা তাদের মতো কাজ করে না তারা আহলে বাইত-এর ভক্ত নয়। এটা একদম নির্জলা মিথ্যাচার।
কারণ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই তো আহলে বাইতকে সর্বাধিক ভালোবাসে। কিন্তু তারা ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে শরীয়ত লঙ্ঘন করে না।

5

[illegible]

«مَا مِنْ عَبْــدٍ تُصِــيبُهُ مُصِــيبَةٌ، فَيَقُــولُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْــهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] ، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْـرًا مِنْهَـا، إِلَّا أَجَـرَهُ اللـهُ فِي مُصِـيبَتِهِ، وَأَخْلَـفَ لَـهُ خَيْـرًا مِنْهَا»

[illegible]

«مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ، فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعًا، وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ»

‘যদি কোনো মুসলিম বিপদে আক্রান্ত হয়। তারপর পরবর্তীতে সে বিপদ স্মরণ হলে সে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিঊন ’ পড়ে, তাহলে আল্লাহ তা ‘আলা তার জন্য সে পরিমাণ পুণ্য লিখেন যে পরিমাণ লিখা হয়েছে বিপদে আক্রান্ত হবার দিন। ’ [মুসনাদ আহমাদ : ১৭৩৪; ইবনু মাজা : ১৫৯৮][1]

তাঁরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হুসাইন তনয়া ফাতেমা থেকে যিনি ওই মর্মান্তিক ঘটনায় শাহাদত বরণ করেছেন। অথচ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা ‘আলা ‘আনহুর শাহাদাতের ঘটনা যে যুগে যুগে স্মরণ করা হবে তা কিন্তু অনুমান করা হয়েছিল। অথচ কী তার উদারতা যে তিনি নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এ সুন্নাত পৌঁছে দিয়েছেন , যাতে যখনই তাঁর এ বিপদের কথা স্মরণ করা হবে তখনই ‘ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিঊন ’ বলে মুসলমানরা সে দিনের মতো নেকি পেতে পারেন যেদিন এ বিপদ নেমে এসেছিল। [মাজমু ‘ ফাতাওয়া : ৪/৫১১-৫১২]

গালে ছুরি চালানো , বুকে চাপড়ানো এবং নিজেকে ক্ষত -আহত করার যে রেওয়াজ ইদানীং চালু হয়েছে , হলফ করে বলা যায় সেটা হারাম এবং তা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ভালোবাসার মধ্যে পড়ে না। ইবন রজব রহ . বলেন, ‘আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা ‘আলা ‘আনহুর শাহাদাতের কারণে এ দিনটিকে শোক দিবস হিসেবে গ্রহণ করা- যেমনটি করেছে রাফেজিরা , সে লোকদের কাজ

---

[1]. শায়খ আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। দেখুন , সিলসিলা যাঈফা : ১০/৫৪।

৪

[illegible]

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُـدُودَ، وَشَـقَّ الجُيُـوبَ، وَدَعَا بِـدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»

[illegible]

أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ»

(متفق عليه) [التحفة : الطهارة، الحديث : 1]

« أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ » وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»

[التحفة : النكاح]

ওপর জুলুম করা, তাদের অভিশাপ দেয়া ও গাল-মন্দ করা এবং তাদের মাঝে অনৈক্য ও ধর্মহীনতার বীজ বপনকারীদের সাহায্য করার মতো অপরাধ যোগ এতে হয় তাহলে তা কত বড় গুনার কাজ বলে গণ্য হবে তা তো বলাই বাহুল্য।
হে আল্লাহ, আপনি স্বীয় হাবিবের সঙ্গী ও পরিবারবর্গের ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাদেরকেও সন্তুষ্ট করে দিন। করুণাময়, আপনি আমাদেরকে সেসব লোকের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন যারা তাঁদের সম্মান করেছেন। আমাদের হাশর করুন আপনি তাঁদের সঙ্গে।